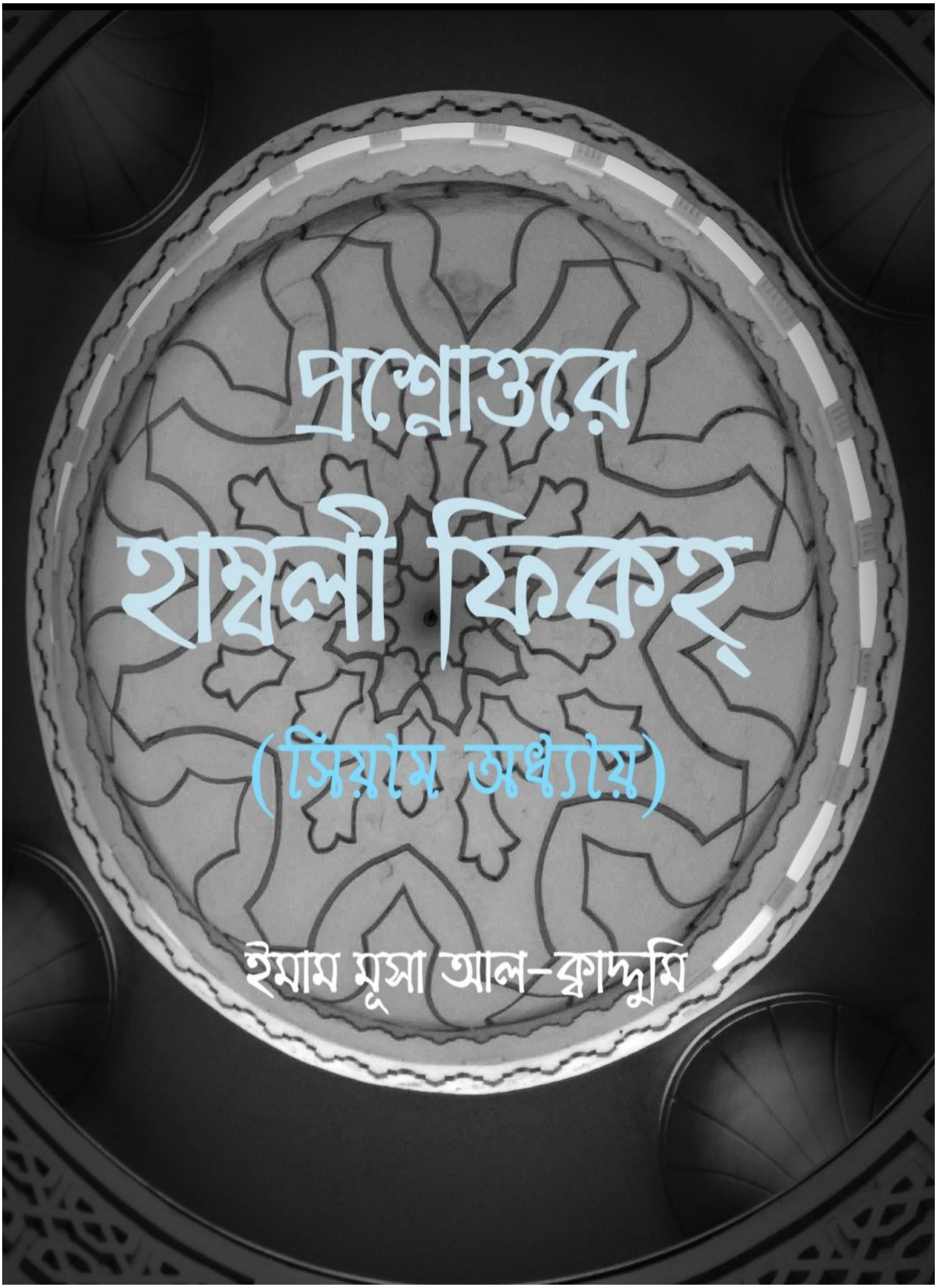


প্রশ্নোত্তরে

হাম্বলী ফিকহ্

(সিয়াম অধ্যায়)

ইমাম মূসা আল-ক্বাদ্দুমি

মূল বই: আল-আজওয়ীবাহ্ আজ-জ্বালিয়্যাহ্ ফিল আহকামিল হাম্বলিয়্যাহ্
লেখক: ইমাম মূসা আল-ক্বাদ্দুমি আন-নাবালুসি আল-হাম্বলী

অনুবাদ:হাম্বলী ফিকহ্

মূল দরস দিয়েছেন:উস্তায আবু ইব্রাহিম জন স্টার্লিং[Ustadh Abu Ibrahim John Stirling]

দরস সমূহের লিংক:---
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5XYYASAThg__aahP-lXqnucq-TV9Xqzv

বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের লিংক:-
https://www.amazon.com/Qaddumis-Elementary-Hanbali-Primer-al-Qaddumi-ebook/dp/B01LD4SP7Q

শরঈ আহকামসমূহ

“ওয়াজিব/ফরয” হলো তা, যা পালন করলে ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয় আর ছেড়ে দিলে শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

“সুন্নাহ্” হলো তা, যা পালন করলে ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয় কিন্তু ছেড়ে দিলে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না।

“মুবাহ্” হলো তা, যা পালন করলে কিংবা ছেড়ে দিলে ব্যক্তি সওয়াব কিংবা শাস্তি প্রাপ্ত হয় না।

“মাকরূহ্(অপছন্দনীয়)” হলো মানদুবের বিপরীত [যা ছেড়ে দেওয়ার জন্য ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হয় যদিও এর পালনে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না]

“মাহযুর(হারাম-অবৈধ)” হলো ওয়াজিবের বিপরীত [যা ছেড়ে দিলে ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয় আর পালন করলে শাস্তি প্রাপ্ত হয়]

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর,যিনি সৃষ্টিজগতের রব।যিনি শুরু এবং শেষ এবং যার আছে অনাদি সুন্দর নাম এবং গুণাবলিসমূহ।
দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত হিসেবে।দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর।

সিয়াম ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম।এটি এমন একটি ইবাদত যার প্রতিদান বান্দাকে আল্লাহ নিজে থেকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
শাহরু রমাদান,যে মাসে আল্লাহ্ আযযাওয়াজাল্ ক্বুরআনকে নাযিল করেছেন।আর এ মাসে সিয়াম পালন করা ফরয করা হয়েছে।

রমাদান এবং সিয়াম পালন সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য এই অনুবাদের অবতারণা।
এই অনুবাদ ইমাম মূসা আল-ক্বাদুমি রহিমাহুল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত পুস্তিকা "আল-আজওয়ীবাহ্ আজ-জ্বালিয়্যাহ্ ফিল আহকামিল হাম্বলিয়্যাহ্" এর সিয়াম অংশ এবং এর উপর উস্তায আবু ইব্রাহিমের দরসের সমন্বয়ে গঠিত।
পুস্তিকাটি আদতে মাযহাবের মু'তামাদ মতসমূহের উপর লিখিত বই "দলিলুত ত্বলিবের" সংক্ষিপ্তরূপ। পুস্তিকাটি ক্বাদুমির রিসালাহ্ নামেও পরিচিত।

উস্তায আবু ইব্রাহিম দরস প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন উস্তায জোই ব্রাডফোর্ডের[Ustadh JoeBradford] ইংরেজি অনুবাদের উপর।আর ইংরেজি অনুবাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে দার আত-তওহীদ থেকে প্রকাশিত নুসাখা।

আল-ক্বুর'আন ব্যতীত কোন বই-ই নির্ভুল নয়।তাই আমাদের এই কাজে ভুল থাকা-ই স্বাভাবিক।যদি কোন ভুল পেয়ে থাকেন,তবে জানানোর অনুরোধ।পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মা'আস সালাম
২৬ শা'বান ১৪৪০ হিজরী
[মে ২,২০১৯]

হাম্বলী ফিকহ্,
আন নামল মিডিয়া

লেখক পরিচিতি

বিদগ্ধ জ্ঞানী,বিশিষ্ট আইনশাস্ত্রবিদ, বহুমূখী জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে পরিচিত ইমাম মূসা বিন আবদুল্লাহ্ সুফিয়ান বিন ঈসা বিন সালামা বিন উবাইদ আল কুদ্দুমী আন-নাবালুসি আল-হাম্বলী ১২৬৫ হিজরীতে কাফর্ কুদ্দুম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি বেড়ে উঠেছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ একটি ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে।যেখানে তিনি পড়াশোনার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।
এরপর তিনি দামেস্কে হিজরত করেন,যা ঐসময়ের সকল হাম্বলীদের প্রাথমিক গন্তব্য ছিলো।তিনি অসংখ্য আলিমের সাথে মিলিত হন এবং তাদের কাছে পড়াশুনা করেন।তাদের কাছ থেকে তাওহীদের নিয়মনীতি, তাফসীর,হাদীস,ফিকহ,ফারাইদ্ব[উত্তরাধিকারসংক্রান্ত বিদ্যা],ব্যকরণ এবং শারীরবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তার প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন:

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে[ফারাইদ্ব] জ্ঞানী, বিখ্যাত শিক্ষক মুহাম্মদ বিন হাসান আল-শাত্তি,(মৃ.১৩০৭):যার কাছ থেকে তিনি ফিকহ্ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিখেছেন ,

শামের মুফতি মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মানিনি আল হানাফি(মৃ.১৩১৬):যার কাছ থেকে তিনি তাফসীর,হাদীস এবং ব্যকরণ শিখেছেন,

শামের বিখ্যাত আইনশাস্ত্রবিদ ও মুসনিদ সালিম বিন ইয়াসিন বিন হামিদ আল আত্তার আশ-শাফি'য়ী(মৃ.১৩০৭):যার কাছ থেকে তিনি তাফসীর,হাদীস এবং যুক্তিবিদ্যা শিখেন;তিনি তাকে সাধারন ইজাযা প্রদান করেন একইসাথে কবি,সাহিত্যিক এবং মুসনিদ উপাধি প্রদান করেন,

আবদুস সালাম বিন আবদুর রহমান আশ-শাত্তি আল-হাম্বলী(মৃ.১২৯৫): যিনি লেখককে "আল ইজাযাত আশ-শাত্তিয়া" নামে সাধারণ ও বিশেষ ইজাযা প্রদান করেন।

এছাড়াও তিনি অসংখ্য জ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি তাঁর নিজ শহরে ফিরে আসেন এবং এর নাবালুসে বসতি স্থাপন করেন।তিনি তাঁর চাচাত ভাই শাইখ আবদুল্লাহ্ সুফান আল কুদ্দুমীর সাথে জামি' আল সালাহিতে দরস দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন।
যখন তার চাচাত ভাই হিজাজে হিজরত করেন তখন তিনি তাতে একমাত্র প্রশিক্ষক হিসেব আদিষ্ট হন।

তাঁর জ্ঞান,তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালীন যখন জামি' আস-সালাহি বন্ধ হয়ে যায় তখন তিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবন কাটান এবং ১৯৩৬ হিজরীতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজ বাড়িতে ছাত্রদের পড়ানো চালিয়ে যান।

[[এই অংশটি নেওয়া হয়েছে মূল বইয়ের উপর উস্তায জোই ব্রাডফোর্ডের ইংরেজি অনুবাদ থেকে]]

সিয়াম অধ্যায়

[[---]] উস্তায আবু ইব্রাহিমের দরস থেকে নেওয়া।
[---] মূল অর্থ।
(---) বাক্য সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত।

প্রশ্ন ৮৪- কোন বিষয় দ্বারা রমাদান(-এর সিয়াম পালন) ওয়াজিব হয়?[**রমাদান শুরু হওয়ার চিহ্ন কি?**]

উত্তর:
নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার দ্বারা রমাদানে সিয়াম পালন ওয়াজিব হয়।
ইবাদতে ন্যয়নিষ্ঠ এমন মুকাল্লাফ[বোধশক্তি সম্পন্ন এবং বালেগ] এবং আদিল[বিশ্বস্ত] মুসলিম ব্যক্তি,দাস কিংবা মহিলার সাক্ষ্যের মাধ্যমে চাঁদ দেখার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যাবে।
[[আদিল হলেন এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত নন।
আদিলের বিপরীত হলো ফাসিক।
একজন ব্যক্তি ফাসিক দুইভাবে হয়:-
-- কবীরা গুণাহ্ করার কারণে;
-- ক্রমাগত ছগীরা গুণাহ্ করার কারণে]]

আর অন্য মাসসমূহ সাব্যস্তের বিষয়টি দুইজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্য ব্যতীত পূর্ণ হবে না।

[[অর্থাৎ কোন একটি মাসের শুরু সাব্যস্তের জন্য দুইজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্য লাগবে।তবে রমাদান ব্যতিক্রম। মাযহাব হলো গ্লোবাল সাইটিং,যদি উপযুক্ত(আদেল,বালেগ,আকিল) কেউ সিয়ামের সংবাদ দেয় তবে সারাবিশ্বে একসাথে কার্যকর হবে। যদিও এ-ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে]]

প্রশ্ন ৮৫- রমাদানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কি কি?

উত্তর:-
রমাদানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্ত চারটি।এগুলো হলো:
১- ইসলাম[[তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে]];
২- বুলুগ;
৩- আক্বল[[পাগল না হওয়া]] এবং
৪- সিয়াম পালনে সক্ষম হওয়া।

[[বালেগ হওয়ার চিহ্ন ৫ টি:---

১- গুপ্তাঙ্গে লোম গজানো;
২- মানি(বীর্য) নির্গত হওয়া;
৩- পনেরো বছর পূর্ণ হওয়া;
৪- হায়েয শুরু হওয়া এবং
৫- গর্ভবতী হওয়া]]

প্রশ্ন ৮৬- রমাদানে সিয়াম সহীহ[বৈধ] হওয়ার শর্ত কি কি?

উত্তর:-
রমাদানে সিয়াম সহীহ হওয়ার শর্ত ৬ টি,এগুলো হলো:
১- ইসলাম;
২- হায়িযের রক্ত বন্ধ হওয়া;
৩- নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া;
[[অর্থাৎ হায়িয এবং নিফাসকালীন আদায়কৃত সিয়াম বৈধ নয়]]
৪- তাময়ীয[[ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারা।সিয়াম পালন করছে কি না তা বুঝতে পারা,নিয়্যাতের ব্যাপারে অবগত হওয়া]];
৫- আক্বল;
৬- প্রত্যেকদিন সিয়াম পালনের জন্য রাতে সিয়ামের নিয়্যাত করা ওয়াজীব।

এর ফরজ হলো:
দ্বিতীয় ফজর থেকে সূর্যাস্ত সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ হতে বিরত থাকা।

প্রশ্ন ৮৭- রমাদানে সিয়াম ভঙ্গ করা কারো জন্য কি বৈধ?

উত্তর:-
রমাদামে সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী নারীর জন্য,যদি তাঁরা তাদের নিজেদের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা করে।তাদের জন্য এগুলো পরে পুনরায় আদায় করে নেওয়া ওয়াজিব।
আর যদি তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকায় সিয়াম ভঙ্গ করে তবে তাঁরা অবশ্যই এগুলো কাযা করে নিবে এবং সন্তানের অভিভাবক প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে এক মুদ করে গম খাওয়াবে।
[[ফিদয়া:এক মুদ্দ গম অথবা অন্য খাবারের ২ মুদ্দ]]

অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির জন্যও সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ।

অসুস্থ ব্যক্তি এবং সালাত সংক্ষিপ্তকারী মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা সুন্নাত।
[[অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি নিম্নোক্ত তিনটির কোনটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবেই তাঁর জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার বৈধ হবে---
-- সিয়াম রাখার কারণে তাদের সুস্থতা অর্জন বিলম্ব হলে;
-- সিয়াম রাখার কারণে তাদের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে;
-- অসুস্থতার কারণে তাদের অস্বস্তিপূর্ণতা সৃষ্টি হলে]]

[[মুসাফিরের ক্ষেত্রে---
-- তাঁর সফর অবশ্যই সফরের দূরত্ব সম্পন্ন হবে;
-- সফর বৈধ হতে হবে।
আর সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে সফর শুরু হওয়ার পর এর পূর্বে নয়।
অবৈধ সফর---
হারাম উদ্দেশ্য থাকা,যেমন:সিয়াম ভঙ্গের উদ্দেশ্যে সফর করা]]

অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি প্রতিদিনের জন্য মিসকীনকে খাওয়াবে।
মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি মিসকিনকে খাওয়ানো ছাড়াই তাদের সিয়াম পুনরায় আদায় করবে।
.

প্রশ্ন ৮৮- সিয়াম ভঙ্গের কারণ গুলো কি কি?

উত্তর:-
সিয়াম ভঙ্গের কারণ ১২ টি, এগুলো হলো:
১-হয়েযের রক্ত দেখা যাওয়া;
২- নিফাসের রক্ত দেখা যাওয়া;
[[সিয়ামরত অবস্থায় কারো হায়িয বা নিফাস হলে তাঁর ঐ সিয়াম বাতিল হবে।তা ইফতারের এক মুহূর্ত পূর্বে হলেও]]
৩- মৃত্যু;
৪- ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া- আল্লাহ তা'আলার কাছে তা থেকে আশ্রয় চাই;
৫- সিয়াম ভেঙে ফেলার নিয়্যাত করা;
[[যেমন: এমন চিন্তা করা যে, যদি আমার কাছে খাওয়ার কিছু থাকতো তাহলে আমি তা দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলতাম]]
৬- এতে ইতস্তত করা;
[[সিয়াম পালন করছে কি করছে না তা নিয়ে সংশয় হওয়া]]
৭-ইচ্ছাকৃত বমি করা;
[[বমি হওয়ার জন্য প্রণোদনা যোগানো,সাধারণ বমি সিয়াম ভঙ্গ করে না]]
৮- মলদ্বার দিয়ে কিছু প্রবেশ করানো;
[[যেমন:সাপোজোটরি]]

৯- মুখে চলে এসেছে এমন কফ গিলে ফেলা;
[[কারণ মুখে চলে আসার পর তা বাহ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য।তাই মুখে চলে আসা কফ ফেলে দিতে হবে
থুথু কফের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়,যদি কেউ তা মুখে জমা করে গিলে ফেলে তবেও তা সিয়াম ভঙ্গ করবে না]]

১০- রক্ত বের করানো বিশেষত হিজামার মাধ্যমে।আর এ বিধান হাজিম[মাহজুম দুইজনের জন্যই প্রযোজ্য।
[[রক্ত দেওয়া অর্থাৎ ইনজেকশনে মাধ্যমে রক্ত বের করা সিয়াম ভঙ্গ করে না]]
১১- বারবার দেখার মাধ্যমে মনী নির্গত করা;চিন্তা কিংবা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে নয়।
চুম্বন,স্পর্শ,স্বমেহন কিংবা আলিঙ্গনের কারণে মযী অথবা মনী নির্গত হওয়ার কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়।
[[অর্থাৎ তিনটি ধাপ
চিন্তা(মানসিক)--- এক্ষেত্রে মযী বের হোক কিংবা মনী,সিয়াম ভঙ্গ হবে না;
দর্শন--- এক্ষেত্রে মযী নির্গত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না তবে মনী নির্গত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে;
শারীরিক--- এক্ষেত্রে মযী কিংবা মনী উভয়ের নির্গমনই সিয়াম ভঙ্গের কারণ]]

১২- পাকস্থলী,গলা ও মস্তিষ্কে পৌছায় এমন সকল তরল পদার্থ বা অন্য কিছু, যদিও পরিপোষক[পুষ্টিদানকারী পদার্থ] পৌঁছায় বা না পৌঁছায়।

উপরোক্ত সকলক্ষেত্রে সিয়াম ভঙ্গ হবে যদি এগুলোতে কেউ ইচ্ছাকৃত লিপ্ত হয়।
সিয়াম ভঙ্গ হবে না বিস্মৃতির কারণে কিংবা বলপ্রয়োগ করা হলে।তবে সহবাস ব্যতীক্রম, কারণ এ ক্ষেত্রে বাধ্য করানোর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৮৯- রমাদানে ইচ্ছাকৃত সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে কি ওয়াজিব হয়?

উত্তর:-
রমাদানে ইচ্ছাকৃত সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে এর ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব হয়।
এতে কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না যদি না তা সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করা হয়।

কাফফারা প্রযোজ্য হবে সহবাস কারীর উপর এবং যার যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তার উপর যদি সে তা স্বেচ্ছায় করে।

কাফফারা হলো:-
১- একজন বিশ্বাসী দাস-দাসী মুক্ত করা;
২- যদি তা করতে না পরে তবে টানা দুইমাস সিয়াম পালন করা;
৩- যদি তা করতে না পরে তবে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো;
[[পরিমাণ:প্রত্যেক জনকে এক মুদ্দ করে গম অথবা দুই মুদ্দ করে অন্য খাদ্য]]
৪- যদি তাও করতে না পরে তবে কাফফারা রহিত হয়ে যাবে।

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ